সমকাল

তারিখ 14 FEB
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

দুর্নীতির মধুচক্র ভাঙতেই হবে

শিক্ষার সঙ্গে দুর্নীতি, অনিয়ম, অসততা– এসব প্রবণতা বেমানান। ক্লাসের পাঠদানের সময় কোনো শিক্ষক কদাপি শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবস্থায় কিংবা কর্মজীবনে ভুল পথে চলার শিক্ষা দেন। শিক্ষা প্রশাসনে যুক্তরাও ন্যায় ও সত্যের কথা বলেন সর্বদা। কিন্তু দুর্ভাগ্য, কথা ও কাজের অনেক সময় মিল থাকে না। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠদানের ভবন, বিজ্ঞান গবেষণাগার, ছাত্রাবাস, পরীক্ষার হল নির্মাণের দায়িত্ব সরকার নিজের হাতে নিয়েছে এবং তা প্রশংসিত হয়। ছোট-বড় সংস্কারের কাজও সরকারই করে থাকে। এ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানটির নাম শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর। তাদের মাধ্যমে প্রতি বছর সারাদেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনো ধরনের উন্নয়ন কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। রাজধানী ঢাকা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকে। কিন্তু শিক্ষা প্রসারে সরকারের সহযোগিতা প্রদানের নীতির কারণে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোটি কোটি শিক্ষার্থী এ সমস্যা থেকে মুক্ত। এ ক্ষেত্রে সমস্যা একটাই– সরকার যা বরাদ্দ দেয় তার থেকে একটি অংশ বারো ভূতে লুটেপুটে নেয়। বৃহস্পতিবার সমকালে 'দুর্নীতির দুর্গ শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর' শিরোনামের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর এখন দুর্নীতির ভারে ডুবছে। নিম্নমানের নির্মাণ কাজের পরও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে পুরো বিল পরিশোধ করে দেওয়ার নজির ভূরি ভূরি। অধিদফতরের প্রধান কার্যালয় শিক্ষা ভবনে সরকার সমর্থক দুটি গ্রুপ টেন্ডার-সন্ত্রাস চালাচ্ছে। বড় ঠিকাদারি কাজের দরপত্র আহ্বান করা হলেই শিক্ষা ভবনের দখল নিয়ে নেয় টেন্ডারবাজ দুটি গ্রুপ। বিস্ময়করভাবে তাদের সঙ্গে সরকারবিরোধী একাধিক ছাত্র সংগঠনের সখ্যও গোপন কিছু নয়।

গত পাঁচ বছরে শিক্ষা খাতে সরকারের সাফল্য নজর কাড়ার মতো। বলা যায়, যেসব মন্ত্রণালয়ের ভালো কাজ দেশ-বিদেশে বাহবা পায়, তার শীর্ষে বছরের পর বছর থাকছে নুরুল ইসলাম নাহিদের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বলা হয়ে থাকে, এ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সরকারের 'ভালো ভাবমূর্তির প্রতীক'। কিন্তু সেই মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি প্রতিষ্ঠানে কেন এমন অনিয়ম-দুর্নীতি চলবে? এর প্রতিকারে কিছুই কি করার নেই? এটা ঠিক যে, দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে এবং তার সুফল ভোগ করছে মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর থেকে শুরু করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠান। রাজনীতিকসহ সমাজের প্রভাবশালী একটি মহলও শিক্ষা বরাদ্দে ভাগ বসায়। স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরাও বাদ যান না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তাদের কাছে নিছকই কেতাবের কথা। সরকারের বরাদ্দ নিয়ে নয়-ছয় করাও তাদের কাছে অপরাধ নয়। তাহলে প্রতিকারের পথ কী? সবার চোখের সামনে জ্ঞানের জগতে এভাবে অনিয়ম-দুর্নীতির লালন-পালন হতেই থাকবে? এখন যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে একটি সার্কুলার জারি করে কিংবা 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দিয়ে এ ব্যাধির নিরাময় সম্ভব হবে না। স্বার্থান্বেষীদের সংখ্যা অনেক এবং তারা সংঘবদ্ধ। তাদের মোকাবেলার জন্য চাই শুভ শক্তির সম্মিলিত উদ্যোগ। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী হতে হবে। পাশাপাশি চাই সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকেও সুস্পষ্ট অঙ্গীকার। অন্যথায় শিক্ষার প্রসারে সরকারের বিপুল বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ অব্যাহতভাবে পানিতেই ঢালা হতে থাকবে।